যুগান্তর

তারিখ ... 24 MAR 2009 পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫

পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত

অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীনকে আহ্বায়ক করে কমিটি গঠিত

মুসতাক আহমদ

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ ব্যাপারে শিক্ষাবিদ, নাট্যকার অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে ১৪ সদস্যের কমিটির অনুমোদন দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কমিটির পরামর্শ ও সুপারিশের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের হাতে এ বই তুলে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এনসিটিবিকে।

এ কমিটি বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিকৃত ইতিহাস সংশোধিত করে পাঠ্যবইয়ের যে সংশোধনী আনা হয়েছিল সেগুলোও পর্যালোচনা করবে বলে ওই কমিটির কার্যসূচিতে উল্লেখ রয়েছে। বিগত জোট সরকারের আমলে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হয়েছিল। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সে বিকৃত ইতিহাসের পাঠদান থেকে মুক্তি এবং সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

কমিটির অপর সদস্যরা হচ্ছেন— কবি আসাদ চৌধুরী, সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, কবি মাহবুব সাদিক, ঢাকা

সঠিক : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

সঠিক : ইতিহাস

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল হক, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআরের অধ্যাপক নাজমুল হক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের কর্মকর্তা রতন সিদ্দিকী, ভিকারুননিসা স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক শামীম আহসান। এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এনসিটিবির কর্মকর্তা জিয়াউল হাসান।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসার ইবতেদায়ি স্তরের ২১টি পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সঠিক ইতিহাস প্রতিস্থাপিত হয়। এনসিটিবির প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক উপকমিটির তৎকালীন আহ্বায়ক জিয়াউল হাসান জানান, প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তরের ৬টি করে মোট ১২টি বইয়ে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর সমাজ বই রয়েছে। এই একই পরিবর্তন হয়েছে ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যপুস্তকেও। তিনি যুগান্তরকে আরও জানান, এর বাইরেও কিছু কিছু শব্দগত পরিবর্তন আনা হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে— স্বাধীনতার ঘোষণা, বঙ্গবন্ধুর নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' শব্দ সংযোজন। ইতিহাস বিকৃতি প্রত্যাহারের ফলে এখন ২৬ মার্চ নয়, ২৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া সংক্রান্ত তথ্য স্থান পায়। আর বঙ্গবন্ধুর নামের আগে ফেলে দেয়া 'বঙ্গবন্ধু' ও 'জাতির জনক' শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়। ১৯৮২ সালে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র অনুযায়ী এসব তথ্য ওই বইগুলোতে সংশোধন হয়েছে।